বাবুরাইল খাল পুনঃর্খনন, সৌন্দর্য বর্দ্ধন ও লাইটিং প্রকল্প

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

রিসেটেলমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান (র‍্যাপ) ও মিটিগেশন প্লান

ভিক্তি স্থপতি সংসদ
২৭/এ সংসদ এভিনিউ,
মনিপুরি পাড়া, ঢাকা১২১৫।

কর্তৃক দখিলকৃত জুন, ২০১৭

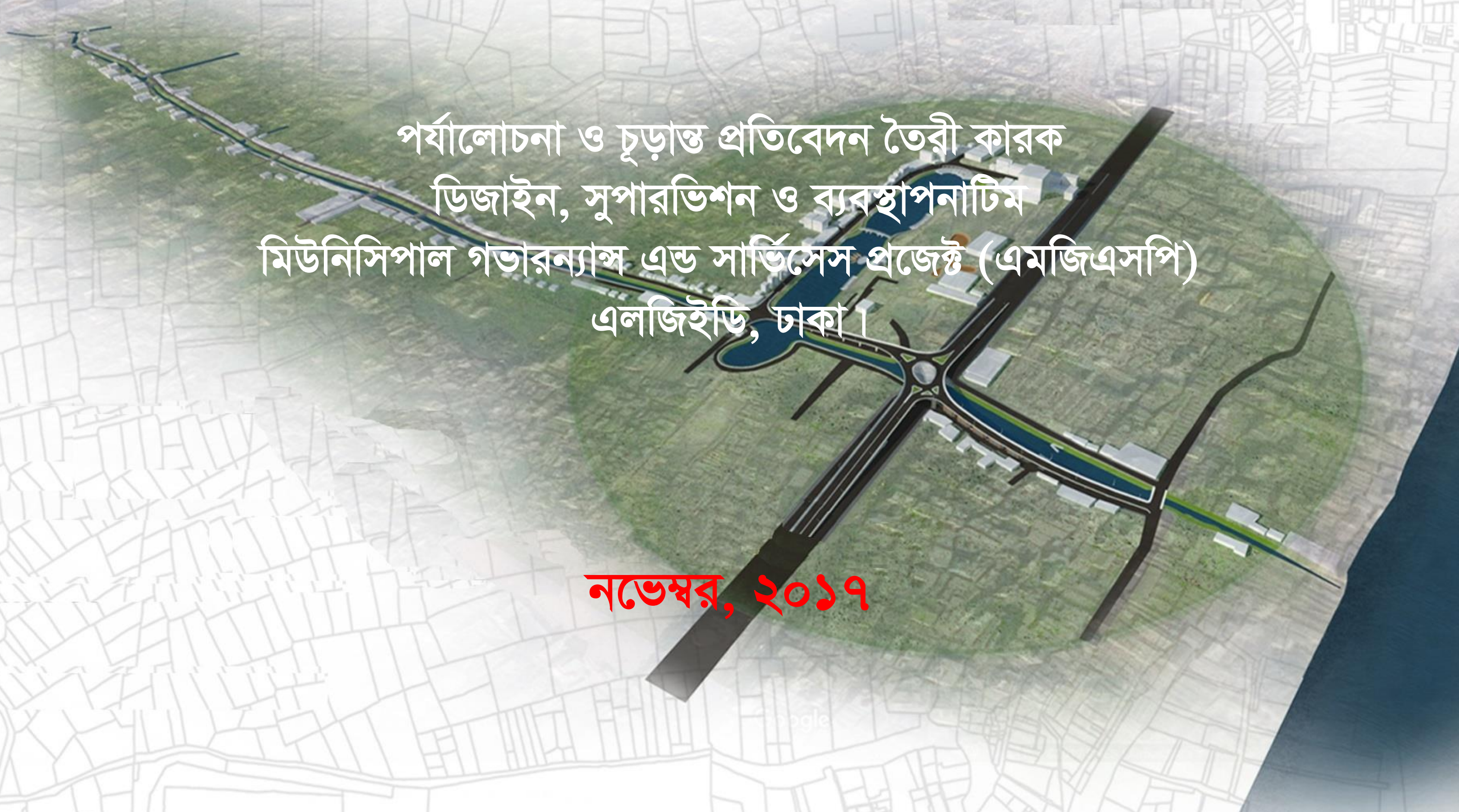

পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী কারক
ডিজাইন, সুপারভিশন ও ব্যবস্থাপনাটিম
মিউনিসিপাল গভারন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)
এলজিইডি, ঢাকা।

নভেম্বর, ২০১৭

সারসংক্ষেপ

১. পটভূমি

কয়েকদশক আগে নারায়নগঞ্জ শহরের প্রায় মাঝামাঝি দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত বাবুরাইল খাল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌরুট। এটি শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী নদীদ্বয়ের সংযোগ খাল হিসেবে কাজ করত। এ রুটে তখন লঞ্চ, নৌকা ও পণ্যবাহী নৌযান চলাচল করত। বর্তমানে এটি ভরাট হয়ে গেছে এবংপূর্বদিকে শীতলক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কারণ, পূর্ব প্রান্তে বাধ দিয়ে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম প্রান্তে এটি এখনো একটি সরু নালার মত প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই ক্ষীণ প্রবাহ শহরের ময়লা পানি ধলেশ্বরীতে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো:- বাবুরাইল খালের প্রবাহ পুন:প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। যদিও এই খাল পুন:র্খনন করা হলেও আগের মত ধলেশ্বরি ও শীতলক্ষার সংযোগকারী নৌপথ খুব শীঘ্র পুনস্থাপিত হবেনা তথাপি এর অংশ বিশেষে ছোট নৌকা চলাচল করতে পারবে বা সৌখিন নৌকা চলাচল সম্ভব হবে। ধলেশরী-শীতলক্ষা পুণ:সংযোগ স্থানীয় জনগনের একটি স্বপ্ন। তবে দুই নদীর বর্তমান দূষিত পানি পরিবেশ দূষনের ভয়ে খালে আনা যাচ্ছেনা। ভবিষ্যতে এই দুই নদীর পানি দূষণমুক্ত করা হলে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যাবে।

২. প্রকল্প এলাকা

প্রস্তাবিত বাবুরাইল খাল প্রায় ৩.৫ কিমি দীর্ঘ ও বিভিন্ন অংশে ১৫-৩০ মিটার প্রস্থ। এই খাল ও দুই পার্শ্বের এলাকা নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ও এর কিয়দাংশ পার্শ্ববর্তী ফতুল্লা থানার কাশিপুর ইউনিয়নের আওতাভূক্ত। বাবুরাইল খাল পূর্বে৪০৫ মিটার দীর্ঘ ও ৭৫ মিটার প্রস্থজিমখানা লেকের সাথে যুক্ত ছিল।নারায়নগঞ্জ সিটি করপোনেরশনের অন্য একটি প্রকল্পের মারফত জিমখানা লেকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা হচ্ছে এবং এটি পুনরায় বাবুরাইল খালের সাথে যুক্ত হবে।

৩. প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমূহ

প্রকল্পের আওতায় ১৫ ধরনের নির্মাণ কাজ হচ্ছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পুরাতন কাঠামো যাথা- পুরাতন ব্রীজ, বাড়িঘর ও দোকানপাট ইত্যাদি অপসারণ করা,
- খাল পুন:খনন, খালের ধার সুরক্ষা;
- খালের দুই পাড়ে পায়েচলার পথ তৈরী করা;
- খালের ধারে রাস্তা প্রস্তুতকরণ,
- সৌখিন নৌকা চলাচলের ঘাট তৈরী করা,

- ব্রীজ নির্মাণ,
- খালের ধারে সৌন্দর্যবর্ধন ও লাইটিং;
- শৌচাগার তৈরী;
- স্লুইচগেট নির্মাণ;
- যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

৪. রিসেটেলমেন্ট একশন প্ল্যান (র‌্যাপ) এর কার্যপরিধি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

এই পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র‌্যাপ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অনিচ্ছাকৃত অপসারণ এবং আদিবাসি পুনর্বাসন সংক্রান্ত নীতি (বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা নীতি ওপিঃ ৪.১২ ও ওপি ৪.০১)এমজিএসপির আত্ততাভূক্ত প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য ধরে নিয়ে এই আরএপি তৈরী করা হয়েছে। এই র‌্যাপ এর আত্ততায় যাচাই করা হয়েছে কোন প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন আছে কিনা, যাচাই করা হয়েছে ব্যক্তি মালিকানাধীন, সরকারী সংস্থার মালিকানাধীন কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন জমি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হলে কোথায় কিভাবে নেয়া হবে। র‌্যাপ এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যাপক ভিক্তিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষতঃ যে সকল স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডার প্রকল্পের দ্বারা সরাসরি উপকৃত হবে কিংবা যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে (যেমন দোকানপাট ভাঙ্গা, বাড়িঘর ভাঙ্গা, ব্রীজ অপসারণের ফলে চলাচলে সামরিক বিঘ্নঘটা, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যথা মসজিদ, মন্দির, ক্লাব ইত্যাদি সম্পূন বা আংশিক অপসারণ) তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে সম্ভাব্য ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়েছে। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার মূল্য, স্থাপনা হতে প্রাপ্ত মাসিক আয় ও স্থাপনা মালিক/ব্যবহারকারীর আয় ইত্যাদি নথিভূক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা পূনর্বাসন বাবদ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের জীবিকা পুনরুদ্ধার এবং বিশেষত দুর্বল শ্রেনীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি যথা ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াও বিশেষ বাড়তি সুবিধা দেয়ার জন্য অর্থসংস্থান রাখা হয়েছে।

৫. ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা ও ব্যাক্তিবর্গ

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যাক্তিমালিকানধীন জমির প্রয়োজন নেই। তবে, সরকারী/স্থানীয় সংস্থার জমির ব্যাক্তিগত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০২। এর মধ্যে বেশীর ভাগই দোকান এবং ১০টি জনসেবা প্রতিষ্ঠান (২টি মসজিদ, ১টি মন্দির এবং ৭টি ক্লাব ঘর) আছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার বেশীর ভাগই নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এবং কিছু স্থাপনা কাশিপুর ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত। ৩৪ টি আরসিসি পারাপার ব্রীজ ও ১০ টি পায়েচলার কাঠ/বাসের ব্রীজ ব্যাতিত ক্ষতিগ্রস্ত সকল স্থাপনা সরকারি খাস জমি বা নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জমিতে স্থাপিত। যার মধ্যে প্রায় তিন

ভাগের এক ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত সিটি কর্পোরেশন ভাড়াটিয়া। অন্যরা অবৈধ দখলদার । এছাড়া ১০% ব্যাক্তি বা ক্ষতিগ্রস্ত বস্তবাসি যারা অস্থায়ী ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনের জমিতে কুড়েঘড় তৈরী করে আছেন। ৮% ক্ষতিগ্রস্ত হলো দরিদ্র নারী (৭জন বস্তিবাসী, এর মধ্যে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীও রয়েছেন)। ৭৫% ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যবসার সংঙ্গে যুক্ত, ১৩% সরকারী চাকুরিজীবি, ২% বেসরকারী চাকুরীজীবি, ২% গৃহিণি, ৭% পেশার তথ্য প্রদান করেননি এবং ১% অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত (এর মধ্যে সাংবাদিক ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যাক্তি রয়েছেন)। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের লীজগ্রহীতা ব্যবসায়ী ও জিমখানা এলাকার ব্যবসায়ীরা গড়ে মাসে ২৫,০০০ টাকা আক্রান্ত স্থাপনা থেকে আয় করেছেন। কিন্তু মন্ডল পাড়া বস্তিবাসী ক্ষতিগ্রস্তরা বস্তিঘড় থেকে গড়ে মাসিক ৫০০০ টাকাকরে ভাড়া সাশ্রয় করেছেন। জিমখানার দক্ষিণে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার গড় মূল্য ৩৭৪,০০০ টাকা। মন্ডলপাড়া বস্তিবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিঘরের গড় মূল্য ৯৪,০০০ টাকা। হিসাব করে দেখা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেয়া তথ্য মতে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার মূল্য ঐ স্থাপনা থেকে প্রাপ্ত ২০ মাসের আয়ের সমান। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার ব্যয় বাড়িয়ে বলার প্রবনতা থাকায় বিকল্প হিসেবে দেখা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার গড় মূল্য ঐ স্থাপনা থেকে প্রাপ্ত ১০ মাসের আয়ের সমান।

৬. আইনগত ও নীতি কাঠামো

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমি কিংবাসরকারি জমির মধ্যে অবস্থিত। এতে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তবে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১০১ জন লিজগ্রহীতা দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের লিজ সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের সাথে সম্পাদিত লিজ চুক্তি মাফিক পরিচালিত হয়। এ বাবদ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন জমির ভাড়া পায় এবং চুক্তির শর্তে উল্লেখ আছে যে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ১৫ দিনের নোটিশে যে কোন সময় চুক্তি বাতিল করতে পারবে। তবে, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন উচ্ছেদের ১মাস পূর্বে নোটিশ দিয়ে থাকে এবং এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এভাবে পূর্বথেকে নোটিশ দেয়া হয়েছে।

এই নোটিশ দেয়ার বিষয়টি জনগম্যতা আইন (১৯৮২ সালের ৫নং আইন) এবং সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি ও ভবন দখল পুন:রুদ্ধার আইন ১৯৭০ এর সাথে সংগতিপূর্ণ। এই আইনের আওতায় নোটিশে দেয়া সময় অতিবাহিতের পর সরকারি জমিতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা যায়। যেহেতু এই প্রকল্পের জন্য কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করা হবেনা সেহেতু এক্ষেত্রে ভূমি ও স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন ২০১৭ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে, এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ অনুমোদিত লিজহোল্ডার ও অননুমোদিত ভাবে বসতি স্থাপনকারীদের দখল ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে। যা হোক, বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী সকলেরই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য । কিন্তু সরকারী আইনে নোটিশের সময় পার হলে বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদ করা যায়। এই বিপরীত অবস্থায় বিদ্যমান আইনী কাঠামো যথেষ্ট নয় যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর নেতিবাচক প্রভাব সুরাহা করা যায়। সরকারি আইনে অননুমোদিত

বসতকারীদের ক্ষতিপূরণ বা স্থাপনা পুনর্নির্মাণ ব্যয় পরিশোধের ব্যবস্থা নেই। সেই সাথে সরকারী আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা পুন:রুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্তদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে দখল ছেড়ে দেয়াকে গুরুত্বদেয় এবং নীতিগত ভাবে সরকারী জমিতে পার্শ্ববর্তী জমির অনুপ্রবেশকারী মালিক ও দরিদ্র নয় এমন বসতিস্থাপনকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে অনাগ্রহী। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কিছু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী ও বসতিস্থাপন কারীদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে যে তারা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ও সরকারী জমি ছেড়ে দিবে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আবার তার বৈধ লিজ হোল্ডারদের লিখিত নোটিশ দিয়ে দখল ছেড়ে দিতে বলেছে ও সেই সাথে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণদানে অঙ্গীকার করেছে। উল্লেখ্য যে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের লিজ হোল্ডারা ইতিমধ্যে তাদের স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছে এবং ঐ জায়গায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

যেহেতু এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্থাপনা অপসারণ জড়িত রয়েছে সেহেতু বিশ্বব্যাংকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় এমন অধিগ্রহণ বিধিওপি ৪.১২ প্রযোজ্য হবে। এ সংক্রান্ত করণীয় বিষয় ও গ্রহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারী জমিতে বসতিকারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ ও বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ পরিহার করা হবে। (প্রকল্পের আওতায় কোন বেসরকারী সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে না এবং স্বেচ্ছাধীন নয় এমন অপসারণ পরিহার করা হয়েছে)।
- অপরিহার্য নেতিবাচক প্রভাব যাচাই করা হবে এবং পূর্ণ-ব্যয় ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। (সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব যাচাই করা হয়েছে ও ক্ষতিপূরণ দান প্রক্রিয়া তৈরী করা হয়েছে)।
- কোন বসতবাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থান-চূত হলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। (বসতবাড়ি স্থান-চূত করা প্রয়োজন হবে না এবং ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদার ও বস্তিবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে)।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবিকা আক্রান্ত হলে তা প্রকল্পপূর্ব অবস্থায় পুন-রুদ্ধার করতে হবে। (লিজ হোল্ডার দোকানদারগণ নতুন দোকান বরাদ্দ পেলে পূর্বের তুলনায় অধিক আয় করতে সক্ষম হবেন। অন্যান্য দোকানদারা দোকানঘর পুন:নির্মাণ ব্যয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে ও সেই সাথে দোকানদাররা দোকান স্থানান্তর ও পরিবহন ব্যয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে)।
- প্রকল্পের সকল স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সাথে অর্থবহ আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং তাদের অভিমত ও আশা আকাংখা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সন্নিবেশিত করা হবে। (প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সুপারিশ র‌্যাপে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে)।
- প্রকল্প অফিসে ও সিটি কর্পোরেশনে অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা রাখা হবে এবং বিশেষত: ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও পুনর্বাসন সহায়তা সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হবে। (প্রকল্প পর্যায়ে

ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা কার্যকরী আছে)।

প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত পুনর্বাসন নীতি হচ্ছে যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কিংবা প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসন সহায়তা পাবে এবং এই ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা পুন:নির্মাণ কাজের পূর্ণ খরচের ভিত্তিতে হিসেব করা হবে। এই ব্যয় পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যথা রড, সিমেন্ট, ইট, বাঁশ, কাঠ, টিন ইত্যাদির স্থানীয় বাজারদর ও স্থানীয় মজুরি হারের ভিক্তিতে পুন:নির্মাণ/ ক্ষতিপূরণ ব্যয় হিসেব করা হবে।

এলজিইডির জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্পের পরামর্শকদের সহায়তা নিয়ে এই ক্ষতিপূরণ ব্যয় হিসেব করা যাবে। সেই সাথে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন একটি বাজারদর সমীক্ষা কমিটি (MPAC) গঠন করবে যাতে এলজিইডি ও পিডাব্লিউডি থেকে প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। এই কমিটির আহবায়ক হবেন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সিইও এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী এর সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৭. ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যতা ও পরিশোধ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নগদে বা দ্রব্য আকারে (দোকানের বদলে দোকান)ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে। বৈধ লিজহোল্ডার বা বৈধ কাগজপত্রহীন বসতিকারী বা পার্শ্ববতী জমির অনুপ্রবেশকারী সকলেরই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এটি নিশ্চিত করবে যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য অপসারিত সকল স্থাপনার বিপরীতে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাথে ক্ষতিপ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্মতির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার আছে সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ দাবি করার, তবে ক্ষেত্রে বিশেষ কেউ কেউ বিনাক্ষতিপূরণে কিংবা ও নিদ্ধারিত ক্ষতিপূরণে স্থাপনা অপসারণে লিখিত সম্মতি জানাতে পারে। সম্পূর্ন ক্ষতিপূরন ব্যয় MPACকর্তৃক নির্দ্ধারিত হবে। প্রকল্পের সমাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে এই পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার বিধান রাখা হয়েছে।

৮. ষ্টোকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা

এই র‌্যাপ প্রণয়নের সময় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষে একটি গণ-পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এর পূর্বে প্রকল্পের বিভিন্ন অবস্থানে মোট ৫টি ফোকাস গ্রুফ আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে। এগুলি হচ্ছে প্রকল্প মারফত বাড়ি বাড়ি ও দোকানে দোকানে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা ও ব্যক্তি / পরিবার চিহ্নিত করনের অতিরিক্ত হিসেবে। ষ্টেকহোল্ডার আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে প্রকল্পের পরামর্শকগণ নিশ্চিত করেছেন যে ষ্টোকহোল্ডারদের পূর্বানুমতি নেয়া হয়েছে যাতে কমিউনিটি পর্যায়ের ষ্টেকহোল্ডারদের

আশা আকাঙ্খা সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত রিপোর্ট তৈরী করা যায় । ষ্টেকহোল্ডার আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাসাঙ্গিক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এগুলির প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নির্ণায়নে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য খালের উভয় পার্শ্বে ৫০০ মিটারের মধ্যে বসবাসকারী ৩৮৪ টি পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে একটি ছককৃত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে। গুনগত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে ৫টি ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন ও ১টি ষ্টোকহোল্ডার সভার মাধ্যমে। ৫টি ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন মিটিং এর পরামর্শ ও মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সুপারিশ:

- প্রকল্পের কাজে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।
- ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।
- খালের উভয় পার্শ্বে প্রসস্ত রাস্তা ও পায়েচলা পথ তৈরী করতে হবে।

মন্তব্য:

- প্রকল্পটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করতে অবদান রাখবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে।
- খাল সংস্কার করার পর বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।
- ভবিষ্যতে শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরি নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে যা এখন একটি স্বপ্ন।
- স্থানীয় ব্যবসা ও দোকানপাটে কেনা বেচা বৃদ্ধি পাবে।
- নাগরীর পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাবে।
- নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও কাশিপুর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

৯. পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপসংহার

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিশ্চিত করবে যে প্রকল্পটি সার্বিক ভাবে ইতিবাচক ফল বয়ে আনছে এবং এর সুফল এলাকার জনগণ সুষমভাবে পাচ্ছে। সেই সাথে প্রকল্পের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সরকারী ও বিশ্বব্যাংকের নীতির আলোকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে। এই ক্ষতিপূরণ হতে পারে দ্রব্য আকারে (দোকানের বদলে দোকান) অথবা নগদ অর্থে। ক্ষতিপূরন সংক্রান্ত এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে যা হবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত। এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত অপসারণ হতে পারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিসাপেক্ষ অথবা ক্ষতিপূরণ ছাড়া। যেটিই হোক না কেন তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লিখিত সম্মতি ক্রমে হতে হবে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিদের নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও

কিছু বাড়তি সুবিধা দিবে। সরকারী জমিতে অনুপ্রবেশকারী ও আর্থিক ভাবে সচ্ছল বসতি স্থাপনকারীদের ক্ষতিপূরণ ছাড়া সরে যেতে অনুরোধ করা হবে। তবে যাদের জীবিকা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের সকলকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে দোকানের বদলে দোকান অথবা দোকানটি অনত্র স্থাপন ব্যয় ও সেই সাথে স্থানান্তর ও সাময়িক দোকান ভাড়ার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করে।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরভবনে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করবে যা প্রকল্পের পূর্ণবাসন কার্যাদি বাস্তবায়ন সহ প্রকল্পের সকল কাজ সম্পাদন করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) এর দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ, সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ ও পুর্ণর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। পিআইইউ এর নেতৃত্বে থাকবেন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনএর প্রকৌশল শাখার প্রধান। পিআইইউ এর মধ্যে একটি সামাজিক ও পরিবেশ সেল অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এই সেল পিআইইউ কে সামাজিক ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।

পিআইইউ প্রকল্পের সামাজিক বিষয়াদি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরী করে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে পেশ করবে যা বিশ্বেব্যাংকে প্রেরণ করা হবে। এলজিইডিতে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর সহায়তায় পিআইইউ সিটিকর্পোরেশনের কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দিবে যাতে তারা সামাজিক আবশ্যিক বিষয়সমূহে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে পারে। এটি চলমান থাকবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিচালনা ও মনিটরিং সকল পর্যায়ে। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যদি সম্পাদনের জন্য পিআইইউ তে পর্যাপ্ত জনবল থাকবে যার মধ্যে সমাজ বিশ্লেষক / সমাজ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনপিএমইউ এর সম্মতিক্রমে স্বল্পকালীন ভিক্তিতে দক্ষজনবল নিয়েগ করবে।

প্রকল্পের আত্ততায় অসন্তোষ নিরসনের জন্যসাত সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (জিআরসি) ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। এই কমিটি প্রকল্পের কোন নেতিবাচক প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা প্রকল্পের কাংখিতসুবিধা থেকে বঞ্চিত কিংবা প্রকল্পের নির্মাণ কাজে কোনরুপ অপসারনে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করবে ও তা নিস্পত্তি করবে। এই কমিটিতে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি, এনজিও ও ক্ষতিগস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত আছে। মাননীয় মেয়র এই কমিটির সভাপতি এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল শাখার প্রধান এর সদস্য সচিব। সামাজিক ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী এর ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছেন সিটি কর্পোরেশনের সহকারী সচিব।

অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করবে এবং তাদের অসন্তোষের বিষয় মাসিক ভিক্তিতে অনুষ্ঠিত সভায় নিরসন করবে। তবে কোন বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকলে তা জিআরসি নিষ্পত্তি করবে না (যদি না সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ আপোষ নিষ্পত্তিতে সম্মত হয় এবং তা আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়)। জিআরসি ক্ষতিগ্রস্তদের পুণর্বাসন, তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ও এতদসংক্রান্ত সামাজিক বিষয়সমূহ সুরাহা করবে।

১১. পুণর্বাসন বাজেট ও অর্থায়ন

প্রকল্পের মোট পুর্ণর্বাসন ব্যয় হবে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বা ২৮৩,০০০ ডলার যার মধ্যে স্থাপনা পুর্ণর্বাসন সন বাবদ ব্যয় হবে ১ কেটি ১৯ লক্ষ টাকা বা ১৫০,০০০ ডলার। অন্যান্য পুর্ণর্বাসন ব্যয় হবে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বা ১৩৩,০০০ ডলার। অন্যান্য পুর্ণর্বাসন ব্যায়ের মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী নারী/প্রতিবন্ধীদের জন্য বাড়তি আর্থিক সহায়তা, ক্ষতিগ্রস্ত দোকনদারদের দোকান স্থানান্তর, সাময়িক ভাবে দোকানের ভাড়ার জন্য সহায়তা ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার জন্য মেরামত ব্যয় পরিশোধ। তাছাড়া নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আইটি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা ও সামাজিক সচেতনাতবৃদ্ধি জনিত ব্যয় মিটানোর জন্য এই আরএপিতে অর্থসংস্থান রয়েছে।

মোট পুর্ণর্বাসন ব্যয়ের মধ্যে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করবে ৩৮ লক্ষ টাকা বা ৪৮,০০০ ডলার এবং এমজিএসপি অর্থায়ন করবে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বা ২৩৫,০০০ ডলার।

উপরেবর্নিত ব্যয় ছাড়াও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্ত ১০১ টি দোকান টানবাজার এলাকার সিটি কর্পোরেশনের পদ্ম ৩ মোর্কেটে স্থান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের বরাদ্দ দিবে এবং রেলের বিতর্কিতজায়গায় অবস্থিত ৬১টি দোকানের ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের জিমখানা এলাকায় নির্মিতব্য টিনশেড মার্কেটে নতুন দোকান বরাদ্ধ দিবে। টানবাজার এলাকায় নতুন বহুতল বাজারে এক একটি দোকানের বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা ও জিমখান এলাকার নির্মিতব্য টিনশেড মার্কেটে এক একটি দোকানের বাজার মূল্য হবে ৮ লক্ষ টাকা। প্রথমটির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা ১৫ লক্ষ টাকায় এক একটি দোকান বরাদ্ধ পাবে এবং দ্বিতীটির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের বিনামূল্যে দোকান বরাদ্ধ দেয়া হবে।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিজ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি অস্থায়ী দোকানের মূল্য ১৬৮,০০০ টাকা ও রেলের বির্তর্কিত জায়গার ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি অস্থায়ী দোকানের মূল্য ২৬৩,০০০ টাকা। এতে এই দুই এলাকার প্রতিটি দোকানদার দোকান বরাদ্দ পেলে গড়ে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা বাড়তি সুবিধা পাবে। দোকানের বরাদ্দের নিশ্চয়তাপত্র ও নির্মাণ শেষে প্রকৃত বরাদ্দ দেয়া হবে যথাক্রমে মার্চ ২০১৮ ও জুন ২০১৯ এর মধ্যে। এই নিশ্চয়তাপত্র ও বরাদ্দ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিল সভার অনুমোদন ক্রমে দেয়া হবে।

১২. মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে একটি শক্তিশালী র‍্যাপ বাস্তবায়ন ইউনিট থাকবে যার প্রধান হবেন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও এতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল শাখা। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা এর ডেস্ক অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলারগণ নিশ্চিত করবেন যে র‍্যাপ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র এর সার্বিক দেখভাল করবেন যাতে প্রকল্পের এসএমএফ অনুযায়ী যথাযথ ভাবে র‍্যাপ বাস্তবায়িত হয় ও সামাজিক আবশ্যিক বিষয়সমূহ প্রতিপালিত হয়।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে একটি কমিটি র‍্যাপ বাস্তবায়ন মনিটর করবে যা র‍্যাপ ইমপ্লিমেনটেশন ইউনিট এর আওতায় এবং এলজিইডিতে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে। এতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে প্রকল্পের ডিজাইন সুপারভিশন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এই ইউনিট র‍্যাপ বাজেটে উল্লেখিত পুনর্বাসন ব্যয়, ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে ও তার কার্যাদি বিষয়ে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও পিএমউ তে রির্পোট করবে। এতদ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের নিকট পাঠানো হবে।

তৃতীয় পক্ষ হিসেবে র‍্যাপ বাস্তবায়ন মনিটর করার জন্য পিএমউ উপযুক্ত স্বাধীন পরামর্শক (ব্যক্তি বা গ্রুপ) নিয়োগ করবে। তৃতীয় পক্ষ নিয়োজিত না থাকা অবস্থায় প্রকল্পের ডিএসএম এই কাজ সম্পাদন করবে এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন দেখভাল করবে। র‍্যাপ কতটা কার্যকর ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বা কমপ্লাই করছে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের পুর্ণবাসন কার্যাদি কতটা সফল ভাবে ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে এর মূল্যায়ন করা হবে। সেই সাথে দেখা হবে র‍্যাপ বাস্তবায়নের সুফল স্থায়ীত্বশীল কতটা ও গুরুত্বহ এবং এর মধ্য থেকে ভবিষ্যত প্রকল্পের জন্য কি শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে ইত্যাদি। এই কাজের জন্য র‍্যাপের নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আনুসাংঙ্গিক সহায়তা খাতে অর্থ বরাদ্ধ রেখেছে।

মোটপুনর্বাসনবাজেট (টাকা)

ক্র নং	আইটেম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা	গড়ব্যয়	Total Cost মোটব্যয়	সিটি করপোরেশন দাবি	MGSP প্রকল্প দাবি
১	সরকারী/ এনসিসি জমিতে অবস্থিত স্থাপনার ক্ষতিপূরণরকমের (দোকানের জন্য দোকান)	১৬২ (১০১+৬১)				
২	বাবুরাইল মসজিদ (১৭) থেকে বাংলাবাজার (৭১) পর্যন্ত অস্থায়ীদোকান অপসারণের ক্ষতিপূরণ	৮৮	৫৭,৩৯৬	৫,০৫০,৮৫০	০	৫,০৫০,৮৫০
৩	এনসিসি জমিতে অবস্থিত বস্তিঘরঅপসারণের ক্ষতিপূরণ	৩১	৭০,০০০	২,১৭০,০০০	০	২,১৭০,০০০
৪	বস্তি নয় এমন বাড়িরআংশকিক্ষতির ক্ষতিপূরণ(NCC 3+ UP 18)	২১	১২৫,০০০	২,৬২৫,০০০	২,৬২৫,০০০	০
৫	ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক প্রতিষ্টানের ক্ষতিপূরণ	১০	২০৮,০২৫	২,০৮০,২৫০	১,১৭৬,০০০	৯০৪,২৫০
	উপ মোট: ক্ষতিগ্রস্তস্থাপনা পুনর্বাসন বাবদ ক্ষতিপূরণ			১১,৯২৬,১০০	৩,৮০১,০০০	৮,১২৫,১০০
৬	ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের স্থানান্তর ও সাময়িক ঘরভাড়া সহায়তা	৩১	১৯,০০০	৫৮৯,০০০	০	৫৮৯,০০০
৭	ক্ষতিগ্রস্ত অস্থায়ী দোকান স্থানান্তর ও সাময়িক সহায়তা	৫০	৩০,০০০	১,৫০০,০০০	০	১,৫০০,০০০
৮	অস্থায়ী দোকানের ভাড়াটিয়া ও দোকান কর্মচারিদের সহায়তা	৫০	১১,০০০	৫৫০,০০০	০	৫৫০,০০০
৯	ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও প্রতিবন্দিদের অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা	২৫	১০,০০০	২৫০,০০০	০	২৫০,০০০
১০	ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা মেরামত সহায়তা	২১	২০,০০০	৪২০,০০০	০	৪২০,০০০
১১	লিফলেট/ পোষ্টার/ বিল বোর্ড	থোক		২০০,০০০	০	২০০,০০০
১২	ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা/ সচেতনতা বৃদ্ধি ক্যাম্পেইন	৮টি	৫০,০০০	৪০০,০০০	০	৪০০,০০০
১৩	অবকাঠামো ব্যবহারকারি প্রশিক্ষণ	৫টি	১০০,০০০	৫০০,০০০	০	৫০০,০০০
১৪	সিটি কর্পোরেশনের আইটি ও মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধি			১,০০০,০০০	০	১,০০০,০০০
১৫	এনসিসি/ রেলের লিজহোল্ডার দোকানদারদের দোকান স্থানান্তরের জন্য সাময়িক সহায়তা	১৬২	৩০,০০০	৪,৮৬০,০০০	০	৪,৮৬০,০০০
১৬	এনসিসির অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যয়			১৪০,০০০	০	১৪০,০০০
	উপ মোট: অন্যান্য পুনর্বাসন ব্যয়			১০,৪০৯,০০০	০	১০,৪০৯,০০০
	মোট (টাকায়)			২২,৩৩৫,১০০	৩,৮০১,০০০	১৮,৫৩৪,১০০
	মোট (ডলারে)			২৮৩,০০০	৪৮,০০০	২৩৪,০০০